হাটুপানিতে বিদ্যালয়, চরম দুর্ভোগে ৯টি পরিবার

গত ২৫ দিনেরও বেশি সময় ধরে বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ আশেপাশের ৯টি পরিবারের অন্তত অর্ধশতাধিক মানুষ পানি বন্দি হয়ে পড়েছে। বসত বাড়ির আঙ্গিনা ডুবে থাকায় স্বাভাবিক চলাচলেও ঘটছে ব্যাঘাত। বড়দের চেয়ে বেশি বিপাকে পরিবার গুলোর শিশু সদস্যরা।

ইচ্ছা করলেই ঘর থেকে নামতে পারছে না। পানি বন্দি পরিবার গুলোর ভোগান্তি দুর করতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি দ্রুত পানি নিষ্কাসনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলেও বাধ সাধছে বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ।

মেহেরপুর জেলায় বন্যার প্রভাব না থাকলেও অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে স্বাভাবিক বৃষ্টিú◌াতের চেয়ে কয়েক গুন বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ায় বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা । গাংনী উপজেলার ৩০ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির চর্তুরদিকে এখন হাটুপানিতে থৈ থৈ করছে। এভাবে বৃষ্টিপাত হতে থাকলে পানি উঠে যাবে স্কুলের মেঝেতে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় দীর্ঘায়িত হচ্ছে জলাবদ্ধতা ।

পানিবন্দি পরিবার গুলো মুক্তিচান জলাবদ্ধতা থেকে। সড়কের পাশ দিয়ে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না রেখে অপরিকল্পিতভাবে মার্কেট নির্মান করে সামনের জায়গা ভরাট করে রাখায় পানি বের হচ্ছে না। ভুক্তভোগী পরিবার গুলোর পয়নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নত না থাকায় সেগুলো ডুবে গিয়ে ময়লা বের হয়ে মিশে গেছে পানিতে। যার ফলে পানিবাহিত রোগে অনেকের পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে।

পানি বন্দি হয়ে পড়া গৃহিণী রোকেয়া বলেন, এতদিন হয়ে গেল আমাদের যে কষ্ট তা কেউ দেখেনি বাধ্য হয়ে এই হাটু পানির মধ্যেই চলাফেরা করতে হচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলমের নির্দেশে বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সহ আশেপাশের পানি নিষ্কাশনের জন্য গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরির্দশন করে পানি নিষ্কাশনের জন্য ভুক্তভোগীর নির্দেশ প্রদান করেন। সে অনুযায়ী ভুক্তভোগীরা নিজ অর্থায়নে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা করে। কিন্তুু বাধ সাধে বামন্দী নিশিপুর স্কুল

এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ।

এ বিষয়ে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্কুল মার্কেটের সামনে দিয়ে ড্রেন করে পানি বের করলে চরম ক্ষতি হয়ে যাবে। তাহলে কি মানুষ পানি বন্ধি হয়ে থাকবে? এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন পানিতে ডুবলে আমার কিছুই করার নেই আমি মার্কেটের সামনে দিয়ে পানি বের হতে দেব না।

বিষয়টি তাৎক্ষণিক জেলা প্রশাসককে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, সকলের সমন্বয়ে জলাবদ্ধতা নিরসন করা হবে।

মেহেরপুরে আধা মিনিটে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ ১৫টি বাড়ি ও দোকান

মেহেরপুরে তান্ডব চালিয়েছে কাল বৈশাখী ঝড়। আকস্মিক ঝড়ে ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে ১২ থেকে ১৫টি বাড়ি ও দোকান। উড়ে গেছে ঘরের টিন। ভেঙ্গে পড়েছে গাছ পালা।

গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে গাংনী উপজেলার বামন্দী গ্রামে কাল বৈশাখী ঝড়ে আধা মিনিটের তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এসব বাড়ি ঘর।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, রাত সাড়ে ১১টার দিকে হঠাৎ করে ঝড় শুরু হয়। ঝড়ের গতি এতটায় তীব্র ও শক্তিশালী যে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘর বাড়ি দোকান পাট ও গাছপাড়া ভেঙ্গে যায়। রাত থেকে বন্ধ রয়েছে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।

ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্ন আয়ের দিনমুজুর ও দরিদ্র পরিবার।

[redacted]

[redacted]